ভোরের কাগজ

তারিখ ... 12 JUN 1998 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

ব্রজমোহন কলেজের হালচাল ২

দক্ষিণ বাংলার সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ বরিশাল সরকারি ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বয়স আজ ১০৯ বছর। বিএম কলেজ নামে সারা দেশের শিক্ষিতমহলে সমধিক পরিচিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শত বছরের দীর্ঘ পরিক্রমায় ঘটেছে অনেক পরিবর্তন, যোগ হয়েছে অনেক নতুন অধ্যায়। ১৮৮৯ সালে পিতা ব্রজমোহন দত্তের নামে মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্ত যখন কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন তখন এর পরিসর ছিল অনেক সঙ্কীর্ণ। ছাত্রছাত্রীও ছিল কম। অথচ বর্তমানে মোট ১৬২ বিঘা জমির ওপর সম্প্রসারিত হয়েছে কলেজটির কলেবর। ১৭টি বিষয়ে অনার্স ও ১৯টি বিষয়ে মাস্টার্স চালু হওয়া কলেজটিতে এখন পড়াশোনা করছে প্রায় ১৫,০০০ ছাত্রছাত্রী। এ সবই সুখের কথা। আশার কথা। কিন্তু এতোসব সুখের কথার বিপরীতেই যেন রয়েছে হাজারো সমস্যা। বলা যায়, সমস্যার অক্টোপাস ঐতিহ্যবাহী এ কলেজটিকে আঁকড়ে ধরে আছে। বিশেষ করে শিক্ষক সঙ্কট, কর্মচারী স্বল্পতা, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের আবাসন সমস্যা, পরিবহন ব্যবস্থার অপর্যাপ্ততা ইত্যাদির মতো অসংখ্য সমস্যায় কলেজটি আজ জর্জরিত। সম্প্রতি সরজমিনে বিএম কলেজ পরিদর্শন করেছেন আমাদের বরিশাল প্রতিনিধি ***কামাল মাছুদুর রহমান***। কথা বলেছেন অনেকের সঙ্গে। জেনেছেন নানা তথ্য। সরজমিন পরিদর্শন ও সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ভোরের কাগজের পাঠকদের জন্য বিএম কলেজের নানা সমস্যার কথা নিয়ে তিনি তৈরি করেছেন ছয় পর্বের এই ধারাবাহিক প্রতিবেদন।

সিটের অভাবে বিএম কলেজের বনমালী গাঙ্গুলী ছাত্রী নিবাসের গ্রিলে কাপড় দিয়ে ঘিরে বারান্দায় (উপরে) ও বিভিন্ন কক্ষের মেঝেতে বিছানা পেতে (নিচে) এভাবে ছাত্রীরা বসবাস করছে —ভোরের কাগজ

১৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর বিপরীতে ছয়টি আবাসিক হোস্টেলে সিট রয়েছে ৭০৬

কামাল মাছুদুর রহমান : ব্রজমোহন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্রছাত্রীদের আবাসন সমস্যা অত্যন্ত প্রকট। প্রায় ১৫ হাজার অধ্যয়নরত ছাত্রছাত্রীর বিপরীতে কলেজের মোট ছয়টি আবাসিক হোস্টেলে মাত্র ৭০৬ জন ছাত্রছাত্রীর থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। উপরন্তু আবাসিক হোস্টেলগুলোতে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা নেই। ছাত্রদের চারটি আবাসিক হোস্টেলে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের উৎপাতসহ নানা সমস্যা বিরাজ করছে। ছাত্রীদের দুটি আবাসিক হোস্টেলেও রয়েছে হাজারো সমস্যা।

কলেজের পুরাতন ক্যাম্পাসে মুসলিম হোস্টেলে পূর্ব ও পশ্চিম ব্লকে ১৫০টি, হিন্দু হোস্টেলে ৭৬টি, নতুন ক্যাম্পাসে ডিগ্রি হোস্টেলে ২১৬টি, ক্যাম্পাসের বাইরে কলেজের অদূরে নতুন বাজার এলাকায় বনমালী গাঙ্গুলী ছাত্রী নিবাসের নতুন ও পুরাতন ভবনে ২২৪টি, দেবেন্দ্র ভবন ছাত্রী নিবাসে ২০টি এবং জেলে বাড়ির পুলের কাছে সুরেন্দ্র ভবন ছাত্রাবাসে ২০টি সিট রয়েছে। এসব হোস্টেলে তিন গুণেরও বেশি ছাত্রছাত্রী বসবাস করছে।

হোস্টেলে সবচেয়ে অসহায় ও করুণ অবস্থার মধ্যে থাকতে হচ্ছে বনমালী গাঙ্গুলী ছাত্রী নিবাসের ছাত্রীদের। সিটের অভাবে কক্ষের মেঝে, সিঁড়ি কক্ষে এমনকি হোস্টেলের খোলা বারান্দায়ও ছাত্রীরা বসবাস করছে। ছাত্রী নিবাসে প্রয়োজনীয় পানি থাকে না। বাথরুম, টয়লেটগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। কেন্টিন চালু না হওয়ায় বেশির ভাগ ছাত্রীই নিজেরা রান্না করে খায়। দূর দূরান্ত থেকে আসা ছাত্রীদের হোস্টেলে সিটের অভাবে কলেজসংলগ্ন এলাকায় ভাড়া করা মেসে অথবা ভাড়াটে 'ছাত্রীনিবাসে' বসবাস করতে হয়।

অন্যান্য আবাসিক হোস্টেলের অবস্থাও একইরকম। মুসলিম হোস্টেল, হিন্দু হোস্টেল, ডিগ্রি হোস্টেল ও সুরেন্দ্র ভবন ছাত্রাবাসে পানি, বিদ্যুৎ, আসবাবপত্রের অভাব রয়েছে। পর্যাপ্ত বাথরুম ও টয়লেট নেই। যেগুলো আছে সেগুলোও নোংরা, অপরিষ্কার। ছাত্রাবাসগুলোর চারপাশে আগাছার জঙ্গল। হোস্টেলগুলোতে বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। হোস্টেলের অভ্যন্তরে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের অবাধ বিচরণে সাধারণ ছাত্ররা নানা দুর্ভোগের শিকার হয়। আবাসিক ছাত্ররা জানিয়েছেন, বহিরাগতরা তাদের বেশি বিরক্ত করে। ডাইনিং চালু থাকলেও খাবারের মান ভালো না। জরাজীর্ণ সুরেন্দ্র ভবন ও দেবেন্দ্র ভবন ছাত্রাবাসের ছাদ চুইয়ে পানি পড়ে। জেলে বাড়ির পুলের কাছে সুরেন্দ্র ভবন ছাত্রাবাসটির ছাদ যেকোনো সময় ধসে যেতে পারে।

বিএম কলেজে যে সব ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে তার ৭০-৭৫ ভাগই শহরের বাইরে এবং অন্য জেলা থেকে আসা। আবাসিক হোস্টেলে সিট পেতে হলে ছাত্রছাত্রীদের রাজনৈতিক ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতানেত্রীদের কাছে ধরনা দিতে হয়। হোস্টেলে সিটের জন্য প্রতি ছাত্রকে ভর্তির সময় ৮৫০ টাকা এবং প্রতি ছাত্রীকে ৫২০ টাকা জমা দিতে হয়।

প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস

বরিশাল বিএম কলেজের ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা দূর করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নতুন দুইটি আবাসিক হোস্টেল নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছেন। গত মাসে ঢাকাস্থ গণভবনে অনুষ্ঠিত বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের এক সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে বরিশাল জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ প্রধানমন্ত্রীর কাছে অন্যান্য দাবির মধ্যে বিএম কলেজের জন্য দুটি আবাসিক হোস্টেল নির্মাণের দাবি করেন। প্রধানমন্ত্রী দাবি পূরণের আশ্বাস দেন।